**ধারণাপত্র**

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ। আয়তনের দিক থেকেছোট হলেও বাংলাদেশ সফলভাবে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের সার্বিক জীবন প্রণালীর ব্যবস্থাপনা করে আসছে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ECOSOC-এর তালিকায় LDC ভুক্ত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ LDC হতে উত্তরণের জন্য তিনটি ক্যাটাগরি যথা মাথাপিছু জাতীয় আয় (ইউএস ডলার ১২৭২), মানবসম্পদ সূচক (৭২.৮) এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার (২৫) সূচক তিনটি ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে।\* সে প্রেক্ষাপটে আগামী ২০১৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সম্মেলনে বাংলাদেশ LDC হতে উত্তরণের জন্য প্রথমবারের মতো প্রাথমিক বিবেচনায় আসবে। পরবর্তীতে তিনটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের এ অর্জন ECOSOC-র আওতায় গঠিত CDP (Committee on Development Policy) পরিবীক্ষণ করবে। যথাক্রমে ২০২১ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় CDP-এর পরবর্তী দুইটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে এ তিনটি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের সূচক অর্জনের ধারা অব্যাহত থাকলে প্রত্যাশিত যে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে LDC হতে উত্তরণ ঘটবে। আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরণের পর, উত্তরণ প্রক্রিয়া মসৃণ,বাধাবিঘ্নহীন এবং পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার করার জন্য বাংলাদেশ আরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত সময় পাবে। সে প্রেক্ষাপটে অন্যান্য যে কোন LDC'র মতো বাংলাদেশেরও LDC হতে উত্তরণের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জনের পর আন্তর্জাতিক ব্যবসা - বাণিজ্য, অর্থনীতি ও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন বাস্তবতার সফলভাবে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে ৯ বছর (২০১৮-২০২৭) সময় রয়েছে।**১**

**LDC হিসেবে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা:**

১) ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ করে গার্মেন্টস খাতে ১২% অগ্রাধিকার ট্যারিফ সুবিধা

২) ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে পণ্য রপ্তানিতে পণ্যের রুলস্ অব অরিজিনের (Rules of Origin) এর ক্ষেত্রে একস্তর রূপান্তর (One Stage Transformation) সুবিধা

৩) দাতা দেশগুলোর মোট জাতীয় আয়ের ০.১৫-০.২০% হতে প্রদত্ত LDC হিসেবে সহজ শর্তে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা

৪) এলডিসি হিসেবে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বার্ষিক চাঁদা প্রদানে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধা (প্রত্যেকটি সদস্য দেশকে তার জাতীয় আয়ের ০.০১%চাঁদা দেয়া বাধ্যতামূলক হলেও LDC হিসেবে বাংলাদেশকে একটি নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হয়)

৫) TRIPS ( Trade Related Intellectual Property Rights) চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬৬.২ অনুসারে উন্নত দেশ কর্তৃক তাদের প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের LDCতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান

৬) UNFCC ( United Nations Framework on Climate Change) কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রবর্তিত LDC ফান্ড হতে সহায়তা

৭) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও একিভূতকরণের জন্য EIF (Enhance Integrated Framework) এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সহায়তা

৮) TRIPS ( Trade Related Intellectual Property Rights) চুক্তির অনুচ্ছেদ ৭০.৮ ও ৭০.৯ এর আওতায় প্যাটেন্ট সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফার্মাসিটিক্যাল খাতে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত ক্রান্তিকালীন (Transitional Period) সুবিধা

৯) এলডিসিভুক্ত দেশের অধিবাসীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বৃত্তি ও ফেলোশিপ

১০) এলডিসিভুক্ত দেশের প্রতিনিধিদের জাতিসংঘ ও অঙ্গসংগঠন বিভিন্ন সম্মেলন,সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ভ্রমণে প্রদত্ত সুবিধা

**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম ও এলডিসি পরবর্তী চ্যালেঞ্জঃ**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসাবে কাজ করে। আইন,নীতি ও কৌশল প্রণয়ন; সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিকে সহায়তা প্রদান; গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সুশাসন সংহতকরণ ও সোনার বাংলা বিনির্মাণ হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি সরকারের কোন উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত নয় বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হাতে গোনা দু- একটি উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতিত উল্লেখযোগ্য কোনা প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত নয়। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের স্বার্থে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান; যুগোপযোগী আইন, নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম কর্তব্য।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ/এসডিজি-এর অভীষ্ট-১ (দরিদ্রতা নির্মূল)-এর লক্ষ্যমাত্রা ১.১ থেকে ১.৪ এবং অভীষ্ট ১৬ (শান্তি, ন্যায় বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ ও ১৬.৬ এর নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করে। অভীষ্ট ১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১.১ থেকে ১.৪ অর্জনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় এমআইএস তৈরীর উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৪ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে আভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রায় পুরোটাই মেটানো হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বৈদেশিক ‍সহায়তার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং অনুল্লেখযোগ্য। এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে গড়ে প্রতিবছর প্রায় অতিরিক্ত ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে।২ যদিও উক্ত অর্থের সংস্থান অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জ হবে, তথাপি আভ্যন্তরিণ সম্পদ আহরণে বাংলাদেশের সফলতায় আশা করা যায় যে উক্ত ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানে বাংলাদেশকে খুব একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

অভীষ্ট ১৬ এর ১৬.৫ (সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা) এর লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কৌশলপত্রের আওতায় শুদ্ধাচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/দপ্তর ও অধীনস্থ অন্যান্য কার্যালয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

অভীষ্ট ১৬ এর ১৬.৬ (সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সিটিজেন চার্টার ব্যবস্থা ,অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশনের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে প্রতিটি মন্ত্রণালয় বিভাগ অধিদপ্তর/ দপ্তর ও তার অধীন কার্যালয়ে ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

অভীষ্ট ১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ ও ১৬.৬ বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলো বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট হলেও তা আকারে অত্যন্ত ছোট। LDC হতে উত্তরণের ফলে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি হ্রাস পেলে আভ্যন্তরীণ উৎস হতে এসব বা এ ধরণের ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হবে না। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থের সংশ্লেষ নিম্নরূপ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| অর্থবছর | বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | | |
| মোট | জিওবি | বৈদেশিক সহায়তা |
| ২০১৬-১৭ | ২৯৪০(৯৭%) | ৮০ (৩%) | ২৮৬০ (৯৭%) |
| ২০১৭-১৮ | ১৪১৩ (৯৯.৯৫) | ৬ (.৫০%) | ১৪০৭ (৯৯.৫০%) |
| সূত্র: প্রকল্প শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | | | |

তবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ ও ১৬.৬ এর অর্জন নির্দেশক পরিমাপের ( Performance Indicator ১৬.৫.১,১৬.৫.২,১৬.৬.২) জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তের অলভ্যতা৩ একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে অর্জন নির্দেশক পরিমাপের (১৬.৫.১,১৬.৫.২,১৬.৬.২) জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্তের লভ্যতার বিষয়টি আশু ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে যাতে লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ ও ১৬.৬ অর্জনের জন্য দ্রুত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

**LDC হতে উত্তরণের প্রভাব :**

১. উন্নত দেশগুলোর তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.১৫-০.২০% হতে LDCকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও, এ পর্যন্ত তারা LDC সমূহে তার মাত্র ৫০% প্রদান করেছে। আর উক্ত অর্থ হতে বাংলাদেশ LDC হিসেবে বিশ্বব্যাপী মোট সহায়তার মাত্র ৩% বাংলাদেশ পেয়েছে।৪ বাংলাদেশের বাৎসরিক বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার অবদান মাত্র ১৩% যা বাজেট আকৃতির তুলনায় অত্যন্ত অল্প। অধিকন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্সের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে বহুপক্ষীয় দাতা সংস্থা যথা বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতি কর্তৃক তাদের উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে দেশটি LDC কি-না সে বিষয়টি কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বরঞ্চ দেশটির চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং রাজনৈতিক বিবেচনাই বেশি প্রভাবিত করে।৫,৬

অতএব দেখা যাচ্ছে যে LDC হতে উত্তরণ হলে একদিকে যেমন বৈদেশিক ঋণ/সহায়তা কমে না যাওয়ার সম্ভাবনা, আবার অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ সহায়তার উপর বাংলাদেশের অনুল্লেখযোগ্য নির্ভরশীলতা, LDC হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ কে তেমন কোন সংকটের মুখোমুখি করবে না।

২। LDC হতে উত্তরণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য গঠিত LDC ফান্ড হতে বাংলাদেশ আর সহায়তা পাবে না। তবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে ‘জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে এবং এজন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা “Champions of the Earth” পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

৩। বাংলাদেশকে LDC হতে উত্তরণের ফলে মূল চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশের রপ্তানী ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশসমূহে প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো। এতে বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে মোট রপ্তানি আয় ৫.৫% থেকে ৭.৫০% কমে যেতে পারে যার পরিমাণ হবে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার।৭ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক আলোচনার দিকে জোর দিতে হবে যাতে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিকভাবে প্রবেশাধিকার সুবিধা অর্জন করা যায় । এছাড়াও বাংলাদেশ অবকাঠামো খাতে বেশি বেশি বিনিয়োগ করতে পারে যাতে বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা তাঁদের পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে পারে, ফলে এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।৮ এ প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নীতি ও কৌশল প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে।

৪। LDC হতে উত্তরণ হলে Trips চুক্তির প্যাটেন্ট সংক্রান্ত বিধানের কারণে বাংলাদেশের ফার্মাসিটিক্যাল খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রয়োজনীয় নীতি ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত সময় পাবে।

সার্বিকভাবে বলা যায় LDC হিসাবে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো চলে গেলে বাংলাদেশের ক্ষতি সীমিত থাকবে।৯ বরঞ্চ অন্যদিকে LDC হতে উত্তরণ হলে বাংলাদেশের ইমেজ আরও বৃদ্ধি পাবে। তবে LDC হতে উত্তরণই বাংলাদেশের অর্জনের শেষ সীমা নয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। এর মধ্যে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে “মধ্যম মাথাপিছু আয়ের ফাঁদ”।১০ গবেষণায় দেখা গেছে LDCভূক্ত ৪৮টি দেশের মধ্যে ২৯টি নিম্ন আয়ের, বাংলাদেশসহ ১৮টি দেশ নিম্নমধ্যম আয়ের, ১টি দেশ উচ্চ আয়ের এবং LDC হতে উত্তরণ হওয়া সবকটি দেশ এখনও মধ্যম আয়ের দেশে রয়ে গেছে ।১১ এ ধরণের পরিস্থিতি একটি দেশের অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার দিকে নির্দেশ করে যা ঐ দেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও অদক্ষ মানব সম্পদ হতে সৃষ্ট।১২

সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে বাস্তবধর্মী ও সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে শিল্প ও সমষ্টিক অর্থনৈতিক খাতে যথাযথ কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় যা রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীনতা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে নীতি প্রণয়নে সহায়তার পাশাপাশি ২০২৪ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দক্ষ, জবাবদিহিতামূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়তে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ ও ১৬.৬ এর অর্জনের জন্য দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কারণ জনপ্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জনগণের অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে গড়ে তুলতে পারব একটি উন্নত বাংলাদেশ তথা সোনার বাংলা।

সূত্রঃ

***১. The Least Development Country Report 2016 (chapter 4), UNCTAD***

***২. The SDG need Assessment and Financial Analysis, GED, 2017***

***৩. “Data Gap Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective’’, General Economic Division, 2017.***

***৪. The Least Development Country Report 2016 (chapter 3), UNCTAD***

***৫. Alesina, Alberto and David Dollar. "Who Gives Foreign Aid To Whom And Why? ," Journal of Economic Growth, 2000, v5 (1,Mar), 33-63.***

***৬.* Dollar, *David and Levin Victoria, "The Increasing Selectivity of Foreign Aid, 1984- 2003".  World Development,*2006*, vol. 34, issue 12, 2034-2046.***

***৭. The Least Development Country Report 2016 (chapter 4), UNCTAD***

***৮. Do.***

***৯. Do.***

***১০. Gill, Indermit S; Kharas, Homi 2015, " The Middle Income Trap Turns Te”, Policy Research Working Paper, World bank Group***

# ১১. *The Least Development Country Report 2016 (chapter 4), UNCTAD*

***১২. Agenor, Piere- Rhard ,Caught in The Middle? The Economics of Middle-Income Traps, Journal of Economic Survey.2016***